কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস অনার্স

3rd সেমিস্টার---CC5

প্রশ্ন: গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনতান্ত্রিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা করো।

উত্তর-- মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতানি আমলে আদিপর্বের সুলতানদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন বলবন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত। 1266 খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। নাসিরুদ্দিনের কুড়ি বছরের শাসন পর্বে এক বছরে বিরতি ছাড়াই বলবনই ছিলেন প্রকৃত শাসক। ঐতিহাসিক নিজামী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন---"এই পর্বে নাসিরুদ্দিন রাজত্ব করতেন, কিন্তু শাসন পরিচালনা করতেন বলবন।"

যাই হোক মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সুলতানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বলবনের শাসনকাল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বন সম্পর্কে লিখেছেন----"...a great warrior, ruler and statesmen who saved the infant Muslim state from extinction at a critical time".

বলবনের সিংহাসন আরোহণের মুহূর্তে দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্য বহুমুখী সমস্যায় আক্রান্ত ছিল। যেমন ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পরবর্তী কালে দুর্বল শাসকের আমলে উদ্‌ভূত রাজনৈতিক অস্থিরত জনসাধারণের মনে সুলতানির প্রতি গভীর অনাস্থার জন্ম দিয়েছিল। আবার মোঙ্গলদের বারংবার আক্রমণ সুলতানি সাম্রাজ্যের মর্যাদাও স্থায়িত্বের পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠেছিল। এরই সাথে যুক্ত হয়েছিল মেওয়াটি দস্যুদের উপদ্রব। সর্বোপরি চল্লিশ চক্র গোপন চক্রান্ত মূলক কার্যকলাপ বলবনের সিংহাসন এর পক্ষে বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সিংহাসনে বসেই বলবন এই সমস্ত আশু সমস্যার সমাধানে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী লিখেছেন যে বলবন তার রাজত্বের প্রথম বছরটি দিল্লি ও নিকটবর্তী অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কাজে ব্যয় করেন । এক্ষেত্রে তার প্রধান শত্রু ছিল মেয়েটি দস্যুগণ। বলবন অতর্কিত আক্রমণ করে বহু মেওয়াটি দস্যুকে হত্যা করেন। এছাড়া মেওয়াটী দস্যুদের দমন করার জন্য বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করে সেগুলির দায়িত্ব আফগান সৈন্যদের হাতে তুলে দেন। সুলতানি বাহিনীর নিরন্তর নজরদারির ফলে দিল্লি দীর্ঘদিনের এক অভিশাপ মুক্ত হয়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বলবন গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল এবং অযোধ্যার নিরাপত্তাবিধানে যত্নবান হন। দোয়াবের বিভিন্ন অংশে সুদক্ষ ইকতাদার নিযুক্তকরে তিনি আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ কারি যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চরম শাস্তি বিধানের নির্দেশ দেন। এরপর তিনি বদায়ুন, আমরোহা অঞ্চলে কাটিহার হিন্দু বিরোধীদের দমন করেন। এই অঞ্চলের বলবনের দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সাথে তিনি যুদ অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে পার্বত্য উপজাতিদের দমন করেন।

দিল্লির সুলতানদের মধ্যে একমাত্র বলবন রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আদর্শ ও নীতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। বলবনের রাজতন্ত্রের আদর্শে বংশ মর্যাদার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ঐতিহাসিক নিজামী লিখেছেন----" Apart from everything else it necessitated the re establishment of the power and dignity of the Delhi sultan and for India-a new, if transient, theory of kingship."

বলবন পারস্যের সাসানীয় বংশের রাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুকরনে তার নরপতির আদর্শ প্রচার করেন। তিনি নিজেকে খোদার নায়েব বলে ঘোষণা করেন। রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রসঙ্গে বলবনের

বক্তব্য ছিল----"The heart of the king is the special repository of God's favour and it this he has no equal among mankind."তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলিম রাজতন্ত্রের প্রতি খলিফার স্বীকৃতি আবশিক। তাই তিনি তাঁর মুদ্রায় খলিফার নাম উল্লেখ করে এবং খুতবায় তার নাম পাঠ করে তিনি ইসলামীও রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য রক্ষা করেন।